মানিনী।

গীতিকাব্য।

শ্রীহরিমোহন রায় প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং

জয়দেব।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

উপহার।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে,

গ্রন্থকার

"মানিনীকে"

আদরের

সহিত

সমর্পণ করিল।
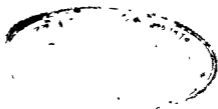
ভূমিকা।

"অপাবা," অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল, আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ 'অপাবার" আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে, প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিউগী—"সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও "জানকী-বিলাপের" কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ। তথাচ ভুবন বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে তিনি গীতিকার অভিনয়ে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন। "সতী কি কলঙ্কিনী' যদিও বিশুদ্ধ "অপাকা' নহে, তথাচ অভিনয় মন্দ হয় নাই, দর্শকগণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। যাহা হউক "সতী কি কলঙ্কিনীর' রচনার দোষ গুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমিও যে "মানিনীর" সমুদয় অঙ্গ বিশুদ্ধরূপে সুসজ্জিত করিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ বঙ্গদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে ততদূর আশা করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "অপারা" যে প্রণালীতে রচনা করা আবশ্যক, তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। এখন "আমার কপাল আর পাঠক মহাশয়দের হাতযশ।"

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ও তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়েরা, যত্নপূর্ব্বক "মানিনীর" গান গুলিকে, সুর এবং তালে সুসজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই সাহসে সাহসী হইয়া, 'মানিনীকে' পাঠক মহাশয়দিগের করকমলে সমর্পণ করিলাম। প্রার্থনা "মানিনীকে" অনুকূলনয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

শ্রী হরিমোহন রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ

স্ত্রী।

রাধিকা।	চন্দ্রাবলী।
বৃন্দা।	অম্বালিকা।
ললিতা।	মাধবিকা।
বিশাখা।	লবঙ্গিকা।

মানিনী।

প্রথম অঙ্ক।

যমুনাপুলিন।

কদম্ব বৃক্ষতলে বংশী হস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও বংশীবাদন।

বৃন্দে ও ললিতার প্রবেশ।

ইমন কল্যাণ।—আড়াঠেকা।

বৃন্দে। কেন হে নাগর রায়,
বাঁশরিটী ধরে, সুমধুর স্বরে,
ডাকিতেছ শ্রীরাধায়,—
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী,
মরে গুরু গঞ্জনায়।

ইমন কল্যাণ।

ওহে শ্যাম এ তোমার স্বভাব কেমন ;
ললি। রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন ?

ঝিঁঝিট।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। সখি! কি দোষ আমার
রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজে অনিবার।
সখি! সদা মনে করি, বাজাব না নাম ধরি,
এমন নিলাজ বাঁশী কোথা আছে কার?

—

ঝিঁঝিট।

এমন নিলাজ বাঁশী সজনি
না বাজালে তবু বাজে অমনি।

—

ঝিঁঝিট।—কাওয়ালি।

ললি। কত ছল জান রসরায়,
ভুলায়েছ শঠতায় ব্রজগোপিকায়।
বৃন্দে। সখা হে বাঁশরী তব পূর্ণ ছলনায়,
ললি। মজাতে বসেছ তাই ব্রজ-ললনায়।
বৃন্দে। ক্ষমা কর রসরাজ ধরি তব পায়,
ঘরে পরে তিরস্কার সহা নাহি যায়।

—

খাম্বাজ।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। ভাল বাসি প্রেয়সী রাধারে,
তাই কি গো সহচরি! দুষিছ আমারে?

উভয়ে। ভাল হে চিকণ কালা, আমরাও ব্রজবালা,
ভজনা কি করিনে, তোমারে,
এতই কি ভাল বাস শ্রীমতী রাধারে ?

খাম্বাজ।—ঠুংরি।

কৃষ্ণ। না না সখি। তাতো বলি নাই,
আগেতে তোমরা, শেষে প্রাণাধিকা রাই।
উভয়ে। জেনেছি হে বনমালি, কেন কর চতুরালি
পথ ছাড় জল লয়ে গৃহে চলে যাই।

পিলু। -একতালা।

কৃষ্ণ। সখি। মিনতি করি, চরণে ধরি,
ক্ষমা কর অপরাধ রোষ পরিহরি।
উভয়ে। যে ধরে কে পায়, তাহার কথায়,
কে কোথায় রাগ করে হে হরি।

বারোয়াঁ।

কৃষ্ণ। তবে সখি! মিনতি আমার,
বৃন্দে। বল কি করিতে হবে ওহে গুণাধার ?
কৃষ্ণ। যে মম তনুর আধা, যার প্রেমে আছি বাঁধা,
ললি। বল হে চতুররাজ, কি নাম তাহার ?

কৃষ্ণ। বৃন্দাবন বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী ;

বৃন্দে। পরের রমণী সেই রমণীর সার।

কৃষ্ণ। আমি জানি কমলিনী, মম প্রেমসোহাগিনী,

ললি। মনে মনে লজ্জা ভাগ, দেখি যে তোমার।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কর ধারণ করিয়া।)

সে ধনে মিলায়ে মোরে, বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে,

দুখের দুখিনী তোমা বিনে কেবা আর।

বৃন্দে। দুঃখ ধরে হাসি পায়, যেও যেও রসরায় ;

আজ রাই কুঞ্জে করিবেন অভিসার।

বাহার।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। সুখের সাগরে মন ভাসিল,

সুখের লহরী কত উঠিল।

উভয়ে। গিয়ে প্রাণ বঁধু, পান করো মধু,

যাই, দিনকর অস্তে চলিল।

[এক দিক দিয়া বৃন্দে ও ললিতার এবং

অপর দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

চন্দ্রাবলী ও অম্বালিকা আসীন।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

বেহাগ।—একতালা।

চন্দ্রা। সখি! ওই শুন শ্যামের বাঁশরী ;
বাড়িল কাঁচলি ডোর খসিল কবরী।
বঁধুর বাঁশীর গান, কেড়ে লয় মনঃপ্রাণ,
লাগিল যে প্রেমবাণ, উহু মরি মরি।

বেহাগ।

সখি! শুনিলে শ্যামের বাঁশীর ধ্বনি
স্থির হতে পারে কে হেন ধনী?

অম্বা। চল সখি তবে ত্বরায় যাই,
আনিগে ধরিয়ে প্রাণ কানাই।

ঝিঝিট।

চন্দ্রা। সখি। কৃষ্ণতো নহে আমার,
অম্বা। তবে সখি! কার?
চন্দ্রা। বলিব কি কার?

ঝিঁঝিট।—যৎ।

সখি! কৃষ্ণধন নহেত আমার,
এ দুরাশা মন হতে কর পরিহার।
রূপেগুণে মহীধন্যে, বৃষভানু রাজকন্যে
কালশশী তাঁর জন্যে, ব্রজে অবতার।

ঝিঁঝিট।

শ্রীনন্দ-নন্দন হরি জগত-দুর্ল্লভ,
একা সখি! নহে মম প্রাণের বল্লভ।

সুরট।—কাওয়ালি।

অম্বা। সখি! সেই শ্যাম গুণময়,
রাধিকার প্রাণধন, তোমার কি নয়?
জানি জানি সহচরি! অখিলের পতি হরি,
কিন্তু সখি! ব্রজরাজ, ভকত-আশ্রয়।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার বংশীধ্বনি।

লুম।

চন্দ্রা। ওই শুন বাঁশরীর ধ্বনি,
অম্বা। দ্বারের নিকটে গিয়ে, থাকি পথ আগুলিয়ে,
দেখিব কোথায় যায় শ্যামগুণমণি।

(দ্বারের নিকটে উভয়ের আগমন ও
সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া।)

বেহাগ।—আড়া।

কোথা করিছ গমন,
নটবর বেশে কার ভুলাইতে মন।
অম্বা। কার ভাবে রসরাজ, ধরেছ মোহন সাজ
কোন্ ভাগ্যবতী আজ পাবে শ্রীচরণ।

বেহাগ।

কৃষ্ণ। না না সখি! এমন কোথায় কভু নয়,(অধোবদন
অম্বা। না বলিলে যাইতে পাবে না রসময়।

বেহাগ।

চন্দ্রা। বুঝেছি বুঝেছি শ্যাম,
চলেছ রাধার পূরাইতে মনস্কাম।
বদন তুলিয়ে চাও, কেমনে যাইবে যাও,
দেখি আজ অধিনীরে হয়ে সুখা! বাম।
কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া।)

বাবোয়াঁ।—ঠুংরি।

আজ ছাড় বিধুমুখি। মিনতি আমার,
কাল আসি মনোরথ পূরাব তোমার।
অম্বা। তুমি অরসিক বঁধু, প্রফুল্ল কমল মধু
ছি ছি সখা! যেতে চাও, করি পরিহার।

ইমনি।

এতই কি রূপবতী, কমলিনী বাই,
ছলনা ছাড়হ চল নিকুঞ্জে কানাই।
কৃষ্ণ। না না সখি! ও কথা বলোনা তুমি আর,
চন্দ্রাবলী কমলিনী, সমান আমার।
বিশেষ কার্য্যের তরে, যাইব হে স্থানান্তরে,
নতুবা হে রত্ন কেবা, করে পরিহার?

সিন্ধু।

অম্বা। শ্যাম। তুমি হে চতুররাজ,
চন্দ্রা। সখি! বৃথা প্রেমে কিবা কায
অম্বা। তবে আর কেন সখি! পথ ছেড়ে দেও না।
চন্দ্রা। যা ইচ্ছে তোমার কর, (অধোবদন)
অম্বা। আমার বচন ধর,
ভাল করে শঠরাজে প্রণয় শিখাও না।

শঙ্করা।—আড়া।

অম্বা। ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,
মণিময় হার করি গলেতে পরিব।
নিয়ত বাসনা মনে, হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে,
বসাইয়ে তোমা ধনে, আঁখি ভরি হেরিব।

শঙ্করা।

কৃষ্ণ। সখি! আমার বাসনা তাই,
অম্বা। তবে কেন হে কানাই?
চন্দ্রা। কুঞ্জে বুঝি অভিসার করেছেন রাই?
কৃষ্ণ।—না না প্রিয়ে ও কথায় প্রয়োজন নাই।

বাহার।—যৎ।

চন্দ্রা। আমরা কি ওহে হরি নহি অভিসারিকা,
এতই কি প্রেমডোরে বেঁধেছে সে নায়িকা?
তব লাগি রসরাজ, ত্যজি কুলশীল লাজ,
এসেছি কাননে যেন, শুক হারা শারিকা।

পরজ।—একতালা।

অম্বা। ওহে শ্যাম রসময়,
জগতের জন্ম, জগত জীবন,
কেন হে তোমারে কয়?

শুনেছি পুরাণে, পরশে চরণ,
অহল্যা পাষাণী হইল মোচন,
তবে কেন সখা! কিসের কারণ,
জানকী যাতনা সয়?

কালেংড়া।

ছলনায় শঠরাজ ভরা তব মন,
কৃষ্ণ। ও কথা বলোনা আমি ভক্তজনধন।
অম্বা। আমরা কি ভক্ত নই?
কৃষ্ণ। কে বলে হে প্রাণ সই।
অম্বা। তবে কুঞ্জে চল নটবর,
কৃষ্ণ। সখি! যা ইচ্ছে তোমার বর।
অম্বা। (শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর করধারণ পূর্ব্বক

পুষ্পময় শয্যায় বসাইয়া।)

বাহার।

কিবা অপরূপ শোভা হইল;
নিরখি নয়ন মন ভুলিল।

মাল্য হস্তে মাধবিকা ও লবঙ্গিকার গান
ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

সিন্ধু-পিলু।—ঠুংরী।

উভয়ে। শিখার চতুরবাজে, সহচরি,
শ্যাম বসময় গুণের আধারে,
প্রেমডোরে বাঁধি হৃদয়-মাঝারে,
লোচন প্রহরী ধরি রব ধরি।

বাহার।

মাধ। সখি। এই যে নিকুঞ্জে আজ শ্যাম গুণময়,
লব। কোথাকার চাঁদ সখি কোথায় উদয়।
অম্ব। এইরূপ সুখ যেন চিরদিন রয়,
কুঞ্জ। সুধু তোমাদের সখি! আমার কি নয়?

খাম্বাজ।—খেমটা।

মাধ. লব। সখি। পরো গো মালা সুচিকণ.
দেখিয়ে জুড়াক প্রাণ জুড়াক নয়ন।
কাননে কাননে বুলি, নানা জাতি ফুল তুলি,
গেঁথেছি মোহন-মালা, ভুলাইতে মন।

(উভয়ে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর গলে মাল্য প্রদান পূর্ব্বক গান ও নৃত্য।)

সাহানা।—খেমটা।

দেখিয়ে মন ভুলিল।
যুগল নয়ন রূপ-সাগরে ডুবিল।
নব জলধরমাঝে, দামিনী কামিনী সাজে,
যেন নীল জলে কমল ভাসিল।
উভয়েতে চাঁদ চকোরে মিলিল॥

পরজ-কালেংড়া।

মাধ। সখি আজ ছেড়না গো মনচোরে,
লব। বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে;
অম্বা। ছেড়ে দিব নিশিভোরে।

রামকেলি।—তেতাল।।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ওই দেখ নিশি ভোর হইল.
কুহু রবে পিককুল ডাকিল।
যামিনী কামিনী লয়ে, চন্দ্র ম্রিয়মাণ হয়ে,
তরুণ অরুণ ভয়ে, অস্তাচলে চলিল।

মানিনী।

অস্ত হেরি শশধরে, বুঝি অভিমান ভরে
চরম সিন্ধুর নীরে রাই শশী ডুবিল।
(সলজ্জায় না না)
চরম সিন্ধুর নীরে, নিশাদেবী ডুবিল।

—

বামকেলি।

অম্বা। খানিক থাক হে বঁধু! আছে হে যামিনী
মাধ। কোথা যাবে বনমাঝে ফেলিয়ে কামিনী।
লব। তব মানে গুণমণি আমরা মানিনী।
চন্দ্রা। সবে জানে রাই তব প্রেমসোহাগিনী।

—

ললিত।

কৃষ্ণ। এখন বিদায় দেও ভবনেতে যাই,
মাধ। সে কি হবি নিকুঞ্জেতে একাকিনী রাই।
অম্বা। একান্ত যাবে হে তবে যাও হে কানাই,
চন্দ্র.। দাসী ব'লে মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই।
কিন্তু সখা। ছেড়ে দিতে অভিলাষ নাই।
কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া)
আমার হে প্রিয়তমে অভিলাষ তাই।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

অম্বা। চল গো সজনি ! সবে গৃহে ফিরে যাই,
মাধবী। লব। আর কৈন যদি গেল চলিয়ে কানাই।
[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

নিধুবন।

রাধিকা, বৃন্দে, ললিতা ও বিশাখা আসীনা।

ললিত।

রাধা। লাজে মরি সহচরি,
বৃন্দে। কে জানে এমন হবে অভিসার করি।
রাধা। ত্যজিলাম কুল লজ্জা, করিলাম বাস সজ্জা,
ললি। (বৃন্দের প্রতি)
কখন আসিবে কুঞ্জে মনচোর হরি।
রাধা। সাজিনু মোহন সাজে, ভুলাইতে রসরাজে,
বিশা। সকল হইল বৃথা, তাঁর আসা আশা করি।

ললিত—আড়াঠেকা।

রাধা। সই! কই সে কাল শশী,
ওই দেখ অস্তাচলে চলিল গগন-শশী।
সযে কত তিরস্কার, করিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই চল, কার আশ্বাসে আছ বসি।

যোগিয়া।

বৃন্দে। কেন ভাব বিধুমুখি। আসিবে কানাই
ললি। এখনো রজনী আছে ভোর হয় নাই।
বিশা। ওই দেখ শশধর, বিতরিছে স্নিগ্ধ কর,
ক্ষণেক ধৈর্য ধর, বিনোদিনী রাই।

যোগিয়া—যৎ।

রাধা। ধৈরয ধরিতে নারি বিনে প্রাণ কালিয়ে
যামিনী কামিনী সহ যায় শশী চলিয়ে।
"পিকের কলরব গুঞ্জরে অলি সব,
অনলে দেয় দেহ জ্বালিয়ে।
মালতী ফুলমালা, যেন বিছার জ্বালা,
গরলে গেল দেহ গলিয়ে।"
পর প্রণয় রসে, পর প্রণয় বশে,
রহিল কালা মোরে ভুলিয়ে।
সখিরে। রতিপতি যাতনা দেয় অতি,
মানে না মানা নারী বলিয়ে।

বিভাষ।

বৃন্দে। রাই সুধামুখি। ধৈরয ধর,
ললি। এখনো রজনী, আছে গো সজনি,
আসিবে নিকুঞ্জে, শ্যাম গুণাকর।

বিশা। প্রেমময়ি রাধা, তব প্রেমে বাঁধা।
আছে নিরন্তর সেই নটবর।

বিভাষ—যৎ।

রাধা। সখি! সে লম্পটরাজ, নাহি তার ভয়লাজ॥
"বুঝি কেবা পেয়ে লাগ, মোর মাথা খেয়েছে।"
শ্যাম প্রেম-সরোবরে, প্রগাঢ় প্রণয়ভরে,
বুঝি কোন সুরূপসী, অনুরাগে নেয়েছে।

বিভাষ।

সখি। আর যে বাঁচেনা প্রাণ,
বিষসম কোকিলের সুধাময় গান।

পরজ।

বৃন্দে। এখনি আসিবে কুঞ্জে সে রসনিধান,
রাধা। না না সখি! জানি তিনি লম্পটপ্রধান।
ললি। কেন সখি! কর তিলে তাল পরিমাণ,
বিশা। আসিবে কালিয়ে হেন করি অনুমান।

রামকেলি—কাওয়ালি।

রাধা। ওই দেখ পূর্ব্বদিক হ'ল আলোময়,
কোথা সখি! কোথা তব শ্যাম-রসময়।

এত যদি ছিল মনে, কিহেতু আনিলে বনে,
পর প্রেমে কুল মান, গেল সমুদয়।
বৃন্দে। কে জানে ছলনাভরা শ্যামের হৃদয়।
নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

যোগিয়া।

ললি। ওই যে সখি। ওই যে বাঁশি বাজল কাননে,
চলগো সখি। আনবি ধরে নীরদ-বরণে।
বিশা। আর কেন গো সোহাগ করা পরের রতনে,
সে কাল সোনা, পরের সোণা কায্ কি যতনে।
রাধা। বেস্ বলেছ বেস বলেছ, আর তো নয়নে
দেখিস্ সখি। দেখ্‌ব না আর মদনমোহনে।
বৃন্দে। বেস্ বলেছ প্রাণসজনি ভিজ্‌লো আমার মন,
রাখ্‌তে পার, তবেতো বলি ধনুকভাঙ্গা পণ।
রাধা। কেন্‌লে সখি কেন্‌লো সখি এতই কিসের ভয়,
তাই কর্‌ব তাই কর্‌ব, পণ্‌টা'যাতে রয়।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

বৃন্দে। তবে সখি। ধরহ বচন,
ঢেকে বসো নীলাম্বরে, সুচারু বদন।

ললি। যদি আসে বনমালি, ঘুচাইব চতুরালি;
বিশা কাঁদাব ধরায়ে সখি! সখীর চরণ।
দেখিব সে শঠরাজ চতুর কেমন।
রাধা। (বসনে বদন আবৃত করিয়া)।

সিন্ধু—ভৈরবী।

এইতো সখি! বসিলাম বদন ঢাকিয়ে।
সাবধান কুঞ্জে যেন আসে না কালিয়ে।
বাঁশী কেড়ে নিও তাঁর, আর যেন পুনর্ব্বার,
বাজাতে না পাবে সখি! মম নাম ধরিয়ে।
সকলে। হবে না গো দিতে আর আমাদের বলিয়ে॥

নেপথ্যে পুনর্ব্বার বংশীধ্বনি।

— —

সিন্ধু—ভৈরবী।

রাধা। নিকটে বাজিল বাঁশী শোন না গো ওই,
সকলে। আমরাও কুঞ্জদ্বারে চলিলাম সই।
কিন্তু সখি। মরমের কথা সবে কই,
সরমে মরমে যেন মরিয়ে না রই।

সকলের গাত্রোত্থান।

রাধা। সেকি সখি! তোমাদের অপমান করে,
আমি কি ডুবিব ছার প্রেমের সাগরে?

বৃন্দে। (সখীদের প্রতি)

চল গো সজনি তবে যাই গো সত্বরে।

সকলের কুঞ্জদ্বারে আগমন ও সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কালেংড়া।

বৃন্দে। (অগ্রসর হইয়া)

দাঁড়াও দাঁড়াও কোথা যাও গুণমণি,

কৃষ্ণ। যথা প্রেমময়ী রাই তথায় স্বজনি।

ললি। বল হে লম্পট কোথা বঞ্চিলে রজনী,

বিশা। যাও যাও তোমারে চাহে না রাই ধনী।

কালেংড়া—কাওয়ালি।

বৃন্দে। সখা। একি অপরূপ সাজ সেজেছ

ললি। কাহার সিন্দুর ভালে পরেছ।

বিশা। কাহার মালতীমালা, পরেছ চিকণ কালা

এ কার বসন বঁধু বিনিময় করেছ?

পরজ।

বৃন্দে। কত রঙ্গ জান ওহে হরি,

ললি। বঁধু তব গুণের বালাই লয়ে মরি।

বিশা। বল বল প্রাণ বঁধু, ও মুখ-কমল-মধু,

সুরাগে করেছে পান কোন্ মধুকরী?

বৃন্দে। কার তাম্বূলের রাগে, বসনে ভরেছে দাগে,
ললি। হেন সাজ সাজায়েছে কেবা সে নাগরী ?

ভৈরবী—মধ্যমান।

কৃষ্ণ। কেন সহচরি, দোষ মোরে,
নিরন্তর আছি বাঁধা রাধা-প্রেম-ডোরে।
ললি। তাই কি চিকণকালা, পরিয়ে মালতী-মালা,
এসেছ জ্বালাতে নিশিভোরে।

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। কেন অনুযোগ প্রাণসই,
অন্য জনে নাহি জানি কমলিনী বই।
বিশা। পর প্রেম চিহ্ন লয়ে এসেছ হে ভয়ে ভয়ে,
লম্পট কপট তব সম আর কই।

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। স্বজনের দোষ সখি! কোথায় কে ধরে,
কে কোথা স্বজনে ত্যজে অভিমান-ভরে।
বৃন্দে। তাই কমলিনী, জাগিল যামিনী,
কাননে তোমার তরে।
বিশা। যাও যাও.কাজ নাই এমন নাগরে।

খাম্বাজ।

ললি। আর কেন হে চিকণ-কালা,
সোহাগ করে বাড়াও জ্বালা,
যাওনা চলে গরু নিয়ে গোঠে।

বিশা। "যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে,"
নইলে ফুলে ভেক্ কেন হে যোটে।

খাম্বাজ।

কৃষ্ণ। ক্ষমা কর অপরাধ এই ভিক্ষা চাই,
দেখিব কেমন আছে প্রাণাধিকা রাই।

ললি। মানানল জ্বেলে বসে আছে তব রাই;

বিশা। সে অনলে দগ্ধ হতে যেওনা কানাই।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কর ধরিয়া)

টোরি—কাওয়ালি।

সখি! ভরসা তোমার;
দুঃখের সাগর হ'তে কর যদি পার।
বিনয় করিয়ে কই, কেবা আছে তোমা বই
একবার দ্বার সই, কর পরিহার।
দেখি যদি পারি মান ভাঙ্গিতে রাধার।

টোবি।

বৃন্দে। এ সময়, সেখানে যেওনা রসরায,
ব্যথিতা কিশোরী অতি বিরহ ব্যথায।
মান মণি ধরি শিবে বিষধরী প্রায,
গর্জ্জন করিছে ক্রোধে দংশিতে তোমায।

টোবি।

কৃষ্ণ। থাকিতে বাসনা যার মলয় শিখরে,
সাপিনীর ভয় কভু সে জন না করে।
বিরহ গরলে পূর্ণ হৃদয় আমার,
মানিনীর বিষে আরো হবে উপকার।

আলাহিয়া—আডাঠেকা।

বৃন্দে। পারিবেনা হরি তুমি ভাঙ্গিতে সে মান,
রমণীর কাছে কেন হবে হতমান?
কৃষ্ণ। যাক্ সখি! ছার মান, তবু তো যুড়াবে প্রাণ
নিরখিয়ে শ্রীমতীর সুচারু বয়ান।
বৃন্দে। যাও তবে দেখ গিয়ে হে গুণ-নিধান।
কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক
করযোড়ে)

কোকব।

প্রিয়ে ত্যজি অভিমান,
কর হে জীবন দান।
তুলিয়ে বদন, কর দরশন,
মানানলে দহে প্রাণ।
তুমি হে আমার, তোমা বিনে আর,
নাহি যুড়াবার স্থান।

রাধা। (বৃন্দের প্রতি সরোষে)

খাম্বাজ।

একি স্বখ? লম্পটেরে কি হেতু আনিলে,
কেন সখি! কেন তুমি দ্বার ছেড়ে দিলে?
মরমের দুঃখ সখি! মনে না ভাবিলে,
লম্পট কপটে হেরি সকল ভুলিলে?

বৃন্দে। উঠ শ্যাম হেথা বসে কি হবে কাঁদিলে,
আমারে মজালে আর আপনি মজিলে।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কথা না শুনিয়া করযোড়পূর্ব্বক
শ্রীরাধার প্রতি)

মানময়ি! অভিমান কর পরিহার,
ব্যাকুল হয়েছে সখি জীবন আমার।
হয়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধরিয়ে সাধি,
তবু কি আমারে দয়া হবে না তোমার?

রাধা। (বিরক্তভাবে)

বিভাষ।

কেন হে লম্পট তুমি জ্বালাও আমায়,
যেখানে বঞ্চিলে নিশি যাওহে তথায়,
ছিছি হরি লাজে মরি, সে ধনীরে পরিহরি,
কোন্ প্রাণে কি মানসে এসেছ হেথায়।
কাতরা সে নারী তব বিরহ ব্যথায়।

কৃষ্ণ। (করযোড়ে)

বিভাষ—কাওয়ালী।

চারুশীলে ক্ষম অপরাধ,
কি লাগিয়ে কর প্রিয়ে [illegible] প্রমাদ।
মামানলে প্রাণ যায়, [illegible] দুটী পায়,
এ দাসের প্রতি আর, কেন [illegible]।

রাধা। (বিরক্তভাবে)

ললিত—আড়াঠেকা।

যাও যাও রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়,
যার কাছে সুখে ছিলে সাধগে তাঁহায়।

বিশা। যাও যাও বনমালী, জানা গেছে চতুরালি,
মানিনী কিশোরী আর চাহে না তোমায়.

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। রাজার কুমারী যদি চাহে না আমায়,
এখনি সজনি ঝাঁপ দিব যমুনায়।
ব্রজে যেন মম নাম লোপ হয়ে যায়,
থাকুক আয়ান সুখে লইয়ে রাধায়।
ভেসে যাক চূড়া বাঁশী যমুনা জীবনে,
ভুলে যাক কৃষ্ণ নাম গোপ গোপীগণে।
ঘুচে যাক শ্রীমতীর কলঙ্কিনী নাম,
পূর্ণ হোক কুটিলার চির মনস্কাম।

বৃন্দে। হাস্যমুখে)

ভৈরবী।

সে কি শ্যাম। এই ছার রমণীর মানে,
কেন এত বিড়ম্বনা জ্ঞান কর প্রাণে।
বেঁচে থাক "সুখে থাক্ চূড়া আর বাঁশী"
মিলিবে রাধার মত কত শত দাসী॥

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। ভাল সখি। দেখি আর বার
মান সাগরের আছে কিনা পরপার।

বৃন্দ। দেখ তবে দেখ গুণাধার,
বসিকে পাইতে পারে অরসিকে ভার।

ভৈরবী ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ। (শ্রীমতীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া)
"প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি, মানমনিদানং
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং,
দেহি মুখকমল-মধুপানং।
সত্য মে বাদি, সুদতি ময়ি কোপিনী,
দেহি খরনয়ন শরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদ খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং।
ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয় মতি যত্নং
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদপল্লব মুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণ মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং।"

বাহার—একতালা।

বৃন্দে। মানময়ি! দেখ তব পায়,
আহা মরি। প্রাণহরি ধরণীলুটায়,
যাঁর মানে তব মান, তাঁর এত অপমান,
প্রাণসখি। প্রাণ ধরে দেখা কি গো যায়।
আর বায় নাই মানে, সবে বস সাবধানে,
ঠেকিবে চরণ তব মোহন চূড়ায়।

বিশা। (শ্রীকৃষ্ণের কর ধরিয়া)

বাহার।

গা তোল হে প্রাণ হরি,
গৃহে যাও শ্রীরাধার আশা পরিহরি।

কৃষ্ণ। (গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীরাধার প্রতি)

প্রিয়ে হে দীনের প্রায়, সাধিলাম ধরে পায়,
তবু কি আমারে দয়া, হলো না সুন্দরি।

আড়ানা—বাহার।

ললি। কেমন হরি, কেমন এখন সাধা হল সায়,
আর কেন হে, যাও না চলে ছিলে হে যথায়।

কৃষ্ণ। কেন সখি! কেন এত সাধিতেছ বাদ,
এত করে তোমাদের পূরিল না সাধ।

বাহার—খেমটা।

বৃন্দে। মান ভাঙ্গিতে পারলে নাক তো রসের নিধান,
এস দেখি পারি কিনা ভাঙ্গতে সখীর মান।
(শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার পার্শ্বে বসাইয়া।)
আর কেন গো চাঁদ-বদনি কমলিনি রাই
ক্ষান্ত পাও দিয়ে সই, মানের গোড়ায় ছাই।

সারঙ্গ।

রাধা। (বিরক্ত ভাবে) ছি ছি ছি প্রাণ-সজনি, বলব তোমায় বল কত,
সব ভুললে সব ভুললে, কালার প্রেমের জ্বালা যত,
যে সোণায় কাটে কাণ, জ্বলে ওঠে মন প্রাণ,
সেই সোণা পরতে সখি আবার তুমি হলে রত।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

বৃন্দে। ক্ষমা কর বিধুমুখি ধরি তব দুটী করে,
দুপায়ে ঠেলনা আর কৃষ্ণধনে মানভরে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, ভাবে যাঁর শ্রীচরণ,
সে ধন মানের তরে, তব দুটী পায়ে ধরে?

উভয়কে মালা ও চন্দন দান। সুসজ্জিত করিয়
সখীগণের গান ও নৃত্য।

পরজ-কালেংড়া—খেমটা।

নিকুঞ্জ কাননে আজ কি শোভা হইল,
রাই শতদলে কাল ভ্রমর বসিল।
শ্যাম-প্রেম সরোবরে, কমলিনী প্রেমভরে
হাসি হাসি শশীমুখী, আনন্দে ভাসিল
শ্যাম নীলকান্তমণি, স্বর্ণময়ী রাই ধনী,
নিরখি অতুল শোভা নয়ন ভুলিল।

রাগেংড়া।

বৃন্দে। কেমন এখন তুষ্ট হলে শ্যামরায,
কৃষ্ণ। কিসের অভাব তুমি যাহার সহায।
এখন উচিত জানা সভ্যদের মতি,
(সকলে অগ্রসর হইয়া)
তোমরা কি হলে তুষ্ট আমাদের প্রতি?

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

সমাপ্ত।

Printed [illegible] Stanhope Press, 2[illegible], [illegible]
[illegible] Street Calcutta.